দৈনিক বাংলা

024

তারিখ ... 3/10/79
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভর্তি সংকটের আর এক রূপ

কোন কলেজে ঠাঁই নেই। আবার কোন কলেজে ছাত্রছাত্রী নেই। এ হচ্ছে রাজধানী ঢাকার কলেজগুলির সমস্যা। খবরে বলা হয়েছে নামী কলেজগুলিতে ছাত্ররা ভর্তি হতে পারছে না। এমনকি পরীক্ষায় ৭০ ভাগ নম্বর পেয়েও ভর্তি হতে পারছে না। নামী কলেজে এবার আসনের অভাব। আর বেনামী কলেজে আছে ছাত্রের সমস্যা। সেখানে ভর্তির জন্য ভিড় নেই।

দৈনিক বাংলার খবরে ঢাকার কলেজ শিক্ষা সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে দুটি বিপরীত চিত্র। খ্যাত এবং অখ্যাত কলেজের কাহিনী। কিন্তু এই খ্যাত ও অখ্যাত কলেজ বলে নামকরণের সাথে পরীক্ষার ফলাফলের সম্পর্ক তত মুখ্য নয়। অখ্যাত বলে পরিচিত অনেক কলেজের অনেক পরীক্ষার ফলের যেমন খ্যাতি আছে তেমনি অখ্যাতি আছে খ্যাত কলেজগুলির।

মহানগরীর দু'একটি কলেজ বাদে খ্যাত কলেজ বলতে সরকারী কলেজ বোঝায়। এবং সর্বকালে সরকারী কলেজে পড়ার যেমন একটা মোহ আছে, তেমনি সরকারী কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রশ্নেও বাধ্য-বাধকতা আছে। মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয় বলে এই সরকারী কলেজগুলিতে পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ার কথা। যদিও সে সত্য সবসময় প্রমাণিত হয় না। অপর দিকে বেসরকারী কলেজগুলিতে ভর্তির প্রশ্ন মুখ্যত যাচাই হয় কলেজের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে। প্রায় সব কলেজকেই নির্ভর করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের বেতনের উপর। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অর্থনীতির দিকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। তাই এ কলেজগুলি ভর্তির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি করে না। সরকারী কলেজের এ ঝামেলা নেই। কারণ অর্থের প্রশ্নে তারা সরকার-নির্ভর। এবং নির্বিঘ্নে তারা ক্লাস শূন্য রেখেও মেধার প্রশ্নে অনড় থাকতে পারে। তবে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হলেই ফল ভাল হবে সে কথাও আবার সত্য নয়। এসএসসি বা এইচএসসিতে খারাপ করলে যে পরবর্তীকালে ভাল করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে দেখা যায় যে পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে এই তথাকথিত 'খ্যাত' কলেজগুলি অনেক সময়ই এই 'অখ্যাত' কলেজগুলির কাছে লজ্জা খায়। তবুও এই তথাকথিত নামী কলেজগুলিতেই ছাত্ররা ভিড় জমায়।

তবে এই ভিড় করার ভিন্ন কারণ আছে। সরকারী কলেজে পড়ার মোহের চাইতে আর একটি সত্যই এখন মুখ্য হয়ে উঠেছে। সে অপ্রিয় সত্য হচ্ছে বে-সরকারী কলেজগুলির বর্তমান আর্থিক অবস্থা। অধিকাংশ বেসরকারী কলেজেই নিয়মিত বেতন হয় না। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম থাকে না। এ সকল কলেজের শিক্ষকদের বেঁচে থাকার জন্য ভিন্ন কাজও করতে হয়। খন্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যাও এ কলেজগুলিতে বেশি। সরকারী ইকনমিক বেনিফিটও আছে তিনমাস ছ'মাস অন্তর। এবং এই সব মিলে শেষ পর্যন্ত কলেজে শিক্ষার পরিবেশ থাকে না। ধীরে ধীরে এ পরিস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই কলেজ ছাত্রছাত্রী শূন্য হতে থাকে।

এই কৃত্রিম সংকটই এখন চলছে রাজধানী ঢাকায়। এখানে কলেজ আছে। কলেজে আসন আছে। অথচ ভর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা সমস্যা। অর্থাৎ কলেজ শিক্ষার প্রশ্নে কেউই এগিয়ে আসছেন না কোন সমন্বয় সাধনের জন্যে। শূন্য আসন আর আসনের অভাবই হয়ে দাঁড়িয়েছে অপ্রিয় সত্য।

কিন্তু এর যে সমাধান নেই তা নয়। আমরা মনে করি একটু উদ্যোগ নিলেই এ সমস্যার সমাধান করা যায়। অধ্যাপকদের ইকনমিক বেনিফিট প্রতি মাসে দিলে বেতন সমস্যার খানিকটা সমাধান হয়। প্রতিটি কলেজে উন্নয়ন সাহায্য দেয়া হলে শিক্ষার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা সহজ হয়। 'সাবসিডাইস কলেজ' করার পরিকল্পনা নিয়ে এ সমস্যার অন্তত একটি স্বল্পমেয়াদী সমাধান পাওয়া যায়। নইলে এমনি করে নামী কলেজে ছাত্রদের ভিড় থাকবে। ভর্তি সমস্যা থাকবে। আর অধিকাংশ বে-সরকারী কলেজে থাকবে ছাত্রছাত্রীর অভাব। এবং সমস্যার কোন সমাধান হবে না।